দৈনিক সংবাদ

23

তারিখ ... 15.MAR 1995... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১ ...

মেডিক্যালে ভর্তি

দেড় হাজার আসনে প্রার্থী ২০ হাজার

বিকাশ নন্দী : সারাদেশে ১৩টি মেডিক্যাল কলেজে দেড় হাজার আসনের জন্য ভর্তি পরীক্ষায় এ বছর প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশ নিচ্ছে। আগামী ১৭ই মার্চ শুক্রবার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। শুধু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজেই এ বছর ভর্তির জন্য আবেদন জমা পড়েছে ৬ হাজার ৯শ' ৩৯টি।

ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম 'এ বছর কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ৯০ মিনিটে ১৫০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। গত বছর একই সময়ে ছাত্রছাত্রীদের ১০০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। ফলে গত বছর যেখানে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সময় বরাদ্দ ছিল ৪৫ সেকেন্ড, সেখানে এ বছর তা কমিয়ে ৩৬ সেকেন্ডে আনা হয়েছে। একটি সূত্র জানায়, এতে ছাত্রছাত্রীদের

মেডিক্যাল : পৃঃ ৬ কঃ ৩

মেডিক্যাল : ভর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কথাবার্তা বা অসাধু পন্থা অবলম্বন করার সুযোগ অনেক কমে যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

এ বছর এমবিবিএস ১ম বর্ষে ভর্তির জন্য ১৯৯৩ ও '৯৪ সালে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে। সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল–এ ৫টি মেডিক্যাল কলেজে আসনসংখ্যা ও ২৫টি করে বাড়ানো হয়েছে। ফলে এ বছর ১৩টি কলেজে মোট আসনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪৫০টিতে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১৩২৫।

গত বছর ভর্তিচ্ছু প্রার্থী ছিল প্রায় ১৬ হাজার।

১৯৯২ সাল থেকে সরকার এসএসসিতে নয়া পদ্ধতি চালু করায় তখন থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা আনুপাতিক হারে বেশি নম্বর পায়। এ বছর ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদনকারীর ন্যূনতম যোগ্যতা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ১২০০ নম্বর পেতে হবে। ফলে গত বছরগুলোর তুলনায় এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র মনে করেন।

বর্ধিত হারে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় আসনসংখ্যা যথেষ্ট নয়। যে ৫টি মেডিক্যাল কলেজে আসনসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, কয়েক বছর আগেও সেগুলোতে বর্তমান হারে ১৫০ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হত। পরে তা কমিয়ে ১২৫–এ আনা হয়। এ বছর আবার সেই পুরনো নিয়ম চালু হয়েছে।

নতুন ৫টি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার উপকরণাদির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। হোস্টেলে আসনসংখ্যাও অপ্রতুল।